বাল্যবিবাহের আসরে ইউএনও’র হানা; বর কারাগারে, ভগ্নিপতির জরিমানা

শতাধিক বরযাত্রী, মাংস-ভাতের আয়োজন আর আপ্যায়নের তোড়জোড়—সব প্রস্তুত। বাকি শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর। এমন মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে, সদর উপজেলার মদনা ডাঙ্গা গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সী ওই মেয়েটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে বিয়ের জন্য পাত্র হিসেবে আনা হয়েছিল একই উপজেলার খোকসা গ্রামের রাহিদুল শেখের ছেলে রাব্বি রাসেল (১৮)-কে। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, ছেলের ন্যূনতম বয়স হতে হয় ২১ বছর, আর মেয়ের ১৮ বছর না হলে বিয়ে করা অবৈধ।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে ছদ্মবেশে কনের বাড়িতে উপস্থিত হন ইউএনও খাইরুল ইসলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বিয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি দেখতে পান। কিছু বরযাত্রী বাড়িতে, বাকিরা ছিলেন মসজিদে জুমা’র নামাজে। পরিকল্পনা ছিল নামাজের সময়েই হঠাৎ করেই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলা। তবে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সে পরিকল্পনায় পানি পড়ে যায়।

ইউএনও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বর রাব্বি রাসেলকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়া বিয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে উপস্থিত রাব্বির ভগ্নিপতি সজিব আলী (আমঝুপি) কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় কনের মা-বাবাকে সতর্ক করে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনোভাবেই পুনরায় বিয়ের আয়োজন না করা হয়, সে বিষয়ে একজন স্থানীয় শিক্ষককে বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযান শেষে স্থানীয় জনগণকে একত্র করে ইউএনও বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনগত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন

করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কৌশলে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছিল। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করেছি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সমাজে সচেতনতা তৈরি করাও জরুরি।’

গাংনীতে মাদককান্ডে এক ব্যাক্তির জেল ও জরিমানা

মাদক সেবন ও সংরক্ষণ করার অপরাধে গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে আবু সাঈদ (৪৫) নামের এক মাদকাসক্তকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তেরাইল গ্রামে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই দন্ডাদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আবু সাঈদ তেরাইল গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে। এর আগে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১ পুরিয়া গাঁজাসহ আবু সাঈদকে আটক করেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৪২(১) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়। বিকালেই তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

দর্শনা ও দামুড়হুদায় ৫টি প্রতিষ্ঠানে জরিমানা ভ্রাম্যমান আদালতে

দর্শনা ও দামুড়হুদায় ৫টি প্রতিষ্ঠানে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান পরিচালনাকারী নিবার্হী ম্যাজিট্রেট সহকারী ভুমি কমিশনার এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান জানান, গতকাল বুধবার দর্শনা ও দামুড়হুদায় ৪টি হোটেল ও একটি রেস্টুরেন্টকে ভ্র্যাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এর অভিযোগের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসব হোটেল গুলোর মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সামনে, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড হোটেল, ফ্যান্টাসি পার্কসহ ৩টি প্রতিষ্ঠানে ২৩ হাজার টাকা এবং দর্শনা আল্লাহর দান হোটেল এ্যান্ড রেষ্টুরেন্টকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

২০০৯ সালের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইনে এসব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। বাসি খাবার ও নোংড়া পরিবেশে এসব প্রতিষ্ঠার পরিচালনা করার দায়ে ভ্রাম্যমান আদালত তাদেরকে জরিমানা করেন। আগামীতে সর্তক করে দেন যাতে করে হোটেল রেষ্টুরেন্টগুলো পরিস্কার পরিছন্ন রাখা হয় এবং বাসি ও পচা খাবার যাতে বিক্রী করা না হয়।

মেহেরপুরে দুটি পানির বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের

জরিমানা ও স্থগিতাদেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় ভেজাল ও অনিয়মের অভিযোগে ‘ফ্রেশ লাইফ ড্রিংকিং ওয়াটার’কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ‘হালাল ড্রিংকিং ওয়াটার’কে বাজারজাতকরণ স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান দুটিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযানে সহযোগিতা করেন মেহেরপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং পুলিশের একটি টিম।

মামুনুল হাসান জানান, ‘ফ্রেশ লাইফ ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ‘হালাল ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে প্রতিষ্ঠানটির পানি না কেনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে বীজ ভান্ডারে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

“ঝিনাইদহ নার্সারি এন্ড বীজ ভান্ডার” নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার (১৫জুন) অভিযানে গিয়ে

নিম্নমানের বীজ বিক্রির সত্যতা পাওয়ায় ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহরান এই জরিমানা করেন।

উল্লেখ, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের কৃষক রবিউল ইসলাম অভিযোগ করেন, তিনি ঝিনাইদহ শহরের ২নং পানির ট্যাঙ্কির সামনে অবস্থিত “ঝিনাইদহ নার্সারি এন্ড বীজ ভান্ডার” থেকে ব্রি-ধান ১০৩ এর বীজ কিনলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে আপন সীড স্টোরের ব্রি-ধান ৫১ সরবরাহ করা হয়। এতে তার ফলন ঠিকমত হবেনা বলে জানা যায়। বিষয়টি জানার পর তিনি সরাসরি ঝিনাইদহ জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসে মৌখিক অভিযোগ করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে ১৫ জুন ২০২৫, রোববার দুপুর ১২টার দিকে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহরান, জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা মো. মাসুদ হোসেন পলাশ ও সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুন নবী যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি আপন সীড বীজের প্যাকেটে স্টিকার লাগিয়ে ভিন্ন নাম্বার ব্যবহার করে বাজারজাত করা হচ্ছে। তদন্তে কৃষকের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং একই সাথে কিছু বীজের বৈধতা না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে অনুমোদনহীন বীজও বিক্রি করছে বলে প্রমাণিত হয়।

এ কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং কৃষক রবিউল ইসলামের বীজ ক্রয়ের সম্পূর্ণ অর্থ তাকে ফেরত প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, কৃষকদের সঙ্গে এধরনের প্রতারণা কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অনিয়ম রোধে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে ফ্রেণ্ডস ওয়াটারের জরিমানা, পড়শী বন্ধ

মেহেরপুরে দুটি পানির কারখানায় অভিযান চালিয়ে ফ্রেণ্ডস ওয়াটারের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা এবং পড়শীকে সাময়িকভাবে বন্ধের ঘোষনা দিয়েছে ভোক্তা অধিকার।

মঙ্গলবার (২০ মে) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে শহরের হোটেল বাজার এলাকার ফ্রেন্ডস ওয়াটার কারখানায় বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়ায় কারখানার স্বত্বাধিকারী রিয়াজ মাহমুদকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে, পড়শী ওয়াটার কারখানার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় সেটিকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সহকারী পরিচালক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়,এই দুটি কারখানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পানি উৎপাদন করে বাজারজাত করছে। এরপরই জেলা পর্যায়ে একটি টিম গঠন করে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, কৃষি বিবরণ কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ডেন্টাল চিকিৎসক সনদ না থাকায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে অভিযান চালিয়ে ডেন্টাল চিকিৎসক সনদ না থাকায় স্কয়ার ডেন্টাল কেয়ার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সামাদ হোটেল ও সোবহান হোটেলের কাছে থেকে ১০ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, স্কয়ার ডেন্টাল কেয়ারে চিকিৎসকের বৈধ সনদ না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী রিয়াজ মাহমুদকে ১০ হাজার টাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশনের দায়ে সামাদ হোটেলের মালিক আব্দুস সামাদ এবং সোবহান হোটেলের মালিক আব্দুস সোবহানকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে দুটি রেস্টুরেন্ট ও এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দুপুরে শহরের রেস্টুরেন্টে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মেহেরপুর শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে অনুমোদন বিহীন ফ্লেভার রাখার দায়ে ৫ হাজার টাকা, শর্মা ফুড প্লাজায় অনিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ ও কুপন প্রতারণার কারনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং বিক্রমপুর ট্রেডার্স নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনিবন্ধিত বিভিন্ন পণ্য বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিককে নিরাপদ আবার তৈরীর বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয় অভিযান দলটি।

মেহেরপুরে তিন ব্যবসায়ীর নিকট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে অনুমোদন বিহীন কেক, বিস্কুট প্যাকেটজাত করে বিক্রিসহ বিভিন্ন অপরাধে ৩ ব্যবসায়ীর ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর টিম মেহেরপুর শহরের বড় বাজার গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডার, হোটেল বাজার আদি বোম্বে এবং নিউ বেঙ্গল বেকারীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারীর নেতৃত্বে গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডারে দই-এ মোড়ক জাতকরণ নিবন্ধন গ্রহণ না করে বিক্রি করার অপরাধে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন ২০১৮ এর ২৪(১) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় একই আইনের ৪১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

একই দিনে ছোট বাজারে নিউ বোম্বে বিএসটিআই লাইসেন্স গ্রহণ না করাই ৪১ ধারায় ৫ হাজার টাকা এবং নিউ বেঙ্গল বেকারিতে বিএসটিআয় থেকে লাইসেন্স গ্রহণ না করে কেক, ব্রেড বিস্কুট পণ্যের উৎপাদন করার অপরাধে ২৭ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিএসটিআইয়ের পরিদর্শক সুমন কুমার পাল, সুপারভাইজার দীপঙ্কর কুমার দত্তসহ, পুলিশের একটি বিশেষ দল উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান চালিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সোমবার দুপুরে স্থানীয় চাল বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার না করায় কোটচাঁদপুর চাল বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী আনিসুল ইসলাম।

এ সময় চাল ব্যবসায়ী শংকর কুমার সাহাকে ১০ হাজার টাকা এবং সরজিত কুমার ঘোষকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ২৫ হাজার টাকা।

অভিযানকালে জেলা সহকারী পাট কর্মকর্তা, উপজেলা পাট কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।